সংবাদ

তারিখ 10 APR 2014
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

রাজনীতি হোক ছাত্রদের কল্যাণে

মোশারফ বিন কামাল

ছাত্ররাজনীতির আদর্শ আজ তলানিতে ঠেকেছে। ষাট দশক কিংবা তারও আগের ছাত্ররাজনীতি আর বর্তমান ছাত্ররাজনীতির আদর্শ, নৈতিকতা ও বৈশিষ্ট্য যোজন যোজন দূরে অবস্থান করছে। ছাত্রদের রাজনীতি এখন আর ছাত্রদের নিয়ন্ত্রণে থাকছে না। এটি পরিচালিত হচ্ছে রাজনৈতিক দলগুলোর নিয়ন্ত্রণে ছাত্র নামধারী কতিপয় অছাত্র দ্বারা। ফলে এর সঙ্গে দূরত্ব সৃষ্টি হচ্ছে সাধারণ শিক্ষার্থী ও জনসাধারণের। আস্তে আস্তে ছাত্র সংগঠনগুলো পরিণত হচ্ছে পকেট সংগঠনে। যে দল ক্ষমতায়, রাজত্ব তার। বিএনপি ক্ষমতায় থাকলে বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর ক্যাম্পাসে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির বেপরোয়া হয়ে ওঠে। হল দখল থেকে শুরু করে টেন্ডার, চাঁদাবাজি- সব থাকে তাদের নিয়ন্ত্রণে। একই চিত্র দেখা যায় আওয়ামী লীগের সময়েও। ছাত্রলীগ চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড- সবই তারা করে। ফলে শিক্ষার্থীরা জিম্মি থাকে সব ছাত্র সংগঠনের কাছে। আস্থা রাখার কোনো অবকাশ থাকে না তাদের ওপর। অথচ ছাত্ররাজনীতির গৌরবময় ঐতিহ্য ছিল। ছাত্রনেতারা রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হতেন ছাত্রছাত্রীর অধিকার আদায়ের জন্য। দেশের স্বার্থে তারা রাজনীতি করতেন। বাংলাকে মাতৃভাষারূপে প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়ে ওঠেন ছাত্ররা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৃতীয় শ্রেণীর কর্মকর্তাদের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বহিষ্কৃত হন। ৬ দফা ও ১১ দফা কার্যকর, শিক্ষা কমিশন বাতিল করতেও সোচ্চার হয়ে ওঠেন তৎকালীন ছাত্রনেতারা। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, আইয়ুব খাঁনকে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার ও বঙ্গবন্ধুকে মুক্তি দিতে বাধ্য করেন ছাত্ররাই। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, বর্তমানে ছাত্রনেতারা মনে হয় সেই সোনালি অতীত ভুলে গেছেন। তারা সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকার দূরের কথা, জাতির মুখে চুনকালি দিয়ে স্বীয় স্বার্থ চরিতার্থ করার নিমিত্তে এমন কোনো কর্ম নেই, যা করতে কুণ্ঠিত বোধ করে। অথচ স্বাধীন দেশের একজন ছাত্রের প্রতিবাদের প্রধান হাতিয়ার হওয়ার কথা ছিল একটি কলম, মৌন মিছিল, সভা-সমাবেশ, শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট। রাষ্ট্র কর্তৃক জনস্বার্থবিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য প্রতিবাদ করার কথা ছিল তাদের। বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে শিক্ষার জন্য বাজেট বৃদ্ধি, গবেষণা খাতের ওপর জোর দেওয়ার জন্য আন্দোলন করার কথা ছিল। তার স্থলে দেখা যায়, দলীয় স্বার্থ রক্ষার প্রতিবাদ কেউ করলে তারা উল্টো রামদা, কিরিচ, রডসহ আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে চড়াও হতে। বর্তমানে ছাত্ররাজনীতির অন্যতম অন্তরায় হলো গ্রুপিং। অন্তর্কোন্দলের কারণে প্রায়ই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটে। গত ৩১ মার্চ ময়মনসিংহে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ বর্ষের ছাত্র সাদ ইবনে মোমতাজকে রড, লাঠি দিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে তারই সতীর্থরা। এর চার দিন পর ৪ এপ্রিল রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করা হয়। ৫ এপ্রিল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সাধারণ সম্পাদক নাসির হায়দার বাবলুকে মারধর করে জুতার মালা পরিয়ে ক্যাম্পাস থেকে বের করে দেয় ছাত্রলীগের একাংশ। একই অবস্থা দেশের অন্যান্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের।

এ অবস্থার জন্য দায়ী কে? বিশ্ববিদ্যালয়ে যারা পড়ে তাদের অধিকাংশই নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান। তাদের হাতে যেসব আধুনিক অস্ত্র দেখা যায়, তা তাদের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দলীয় ভিত্তিতে অনেক পদে শিক্ষকদের নিয়োগ দেওয়ার ফলে তারা ছাত্র সংগঠনগুলোকে এ সুবিধা দিয়ে আসছেন। শিক্ষক নিয়োগ থেকে শুরু করে টেন্ডার, চাঁদাবাজি করে বেড়ায় প্রশাসনের নাকের ডগায়।

বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের সংগঠনগুলোর লাগাম এখনই টেনে ধরা না গেলে ভবিষ্যতে বাংলাদেশের রাজনীতিতে তা মারাত্মক আকার ধারণ করবে। দেশ যোগ্য নেতৃত্বের সংকটে পড়বে।

ছাত্র সংগঠনগুলোর কাছে প্রত্যাশা, অন্তর্কোন্দলগুলো মিটিয়ে কল্যাণমূলক আদর্শ প্রতিষ্ঠার কাজ করুন। দেশ, জাতি ও শিক্ষার্থীদের মঙ্গলে কাজ করুন।

❑ শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়